বায়ুদূষণ রোধ নির্দেশিকা

বায়ুদূষণ রোধ করি, সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি.
মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে নগরায়ন ও শিল্পায়নের হার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রমের মাধ্যমে বায়ুদূষণসহ বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ দূষণের সৃষ্টি হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর বেঁচে থাকার অপরিহার্য উপাদান নির্মল বায়ু নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতিসংঘ (UN Environment)-এর তথ্যমতে বিশ্বব্যাপী বায়ুদূষণের কারণে প্রায় ৭০ লক্ষের অধিক মানুষ অপরিণত বয়সে মারা যাচ্ছে, যার মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মানুষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, বর্তমানে পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৯১ ভাগ মানুষ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মানমাত্রার নির্মল বায়ু সেবন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে, শুষ্ক মৌসুমে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বায়ুদূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুষ্ক মৌসুমে ঢাকাসহ বড় বড় শহরে অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ কার্যক্রম থেকে সৃষ্ট ধূলাবালি ও ভাসমান ধূলাবালি বা বস্তুকণা (Particulate Matter-PM), ইটভাটা সৃষ্ট দূষণ, যানবাহন থেকে সৃষ্ট কালো ধোঁয়া, নাগরিকদের পৌর বর্জ্য পোড়ানো ইত্যাদির কারণে বায়ুদূষণের সৃষ্টি হচ্ছে। এ স্থানীয় দূষণের সাথে আন্তঃসীমান্ত দূষণ যুক্ত হয়ে আমাদের দেশের বায়ুদূষণের মাত্রাকে বৃদ্ধি করছে।

এ ধরনের দূষণ নিয়ন্ত্রণে ইতোমধ্যে সরকার বায়ুদূষণের প্রধান উৎসসমুহ চিহ্নিত করে সে সকল উৎসের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এর অংশ হিসাবে সরকার বায়ুদূষণ হ্রাস এবং কৃষি মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের লক্ষ্যে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) কার্যকর করেছে। সরকারি সকল নির্মাণ কাজে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে সরকার পোড়ানো ইটের পরিবর্তে ১০০% ব্লক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন করার সাথে সাথে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছিলেন এবং তিনি সে সময়ই চিন্তা করেছিলেন যে, সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এরই অংশ হিসাবে তিনি Water Pollution Control Ordinance, 1973 জারি করেন। পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি চিন্তা করে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে 'রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন' অনুচ্ছেদটি সংযোজন করেন। সংবিধান সমুন্নত রাখা ও সত্যিকারের সোনার বাংলা বিনির্মাণ এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে পরিবেশ দূষণ তথা বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের বিকল্প নাই।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থার সমন্বয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের করণীয় নির্ধারণ করে চূড়ান্ত নির্দেশিকা (গাইডলাইন) প্রণয়ন করা হয়েছে। বায়ুদূষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রণীত চূড়ান্ত নির্দেশিকায় (পুস্তিকা) বর্ণিত করণীয়সমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কার্যকর ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে বলে আমি আশাবাদী।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি)

Habibun Nahar, M.P
Deputy Minister
Ministry of Environment, Forest
and Climate Change
Government of the People's Republic of Bangladesh

হাবিবুন নাহার, এম.পি
উপ-মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু
পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং নিবিড়। প্রকৃতির অপরিমেয় দান এই প্রাকৃতিক পরিবেশ। মানবকুল বেঁচে থাকার জীবনীশক্তি অর্জন করে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকেই। টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা এবং সংরক্ষণ করা অতি আবশ্যক। প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের যথাযথ ব্যবহার সুরক্ষা/পরিচালনার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক কারণে ও মানুষের কার্যকলাপেই সাধারণত পরিবেশ দূষিত হয়। তবে মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডই পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। পরিবেশের অনেকগুলি উপাদানের মধ্যে অন্যতম বায়ু। বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হিসাবে পরিচিত বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে বায়ুদূষণ মোকাবিলা করে আসছে। ঢাকা মহানগরীর আশপাশে স্থানীয় ইটভাটা থেকে নির্গত ধোঁয়া, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ও ফিটনেসবিহীন যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া দেশের বায়ুদূষণের প্রধান উৎস হিসাবে চিহ্নিত। বায়ুদূষণ প্রকৃতি ও মানবস্বাস্থ্য উভয়ের উপরই খুব নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা, অ্যালার্জি, হাঁপানির আক্রমণ, কনজাংটিভাইটিস, ব্রঙ্কিয়াল রোগ, ফুসফুস বা ত্বকের ক্যান্সার, দৃষ্টি সমস্যা, শিশুর মানসিক বিকাশে রক্তের সমস্যা, গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং বয়স্ক মহিলারা বায়ুদূষণে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে ঢাকাসহ বড় বড় শহরে অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ কার্যক্রম থেকে সৃষ্ট ধূলাবালি ও ভাসমান ধূলাবালি বা বস্তুকণা (Particulate Matter-PM), ইটভাটা সৃষ্ট দূষণ, যানবাহন থেকে সৃষ্ট কালো ধোঁয়া, পৌর বর্জ্য পোড়ানো ইত্যাদির কারণে বায়ুদূষণের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায়, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন করার সাথে সাথে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছিলেন এবং ১৯৭৩ সালে Water Pollution Control Ordinance, 1973 জারি করেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজ পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি চিন্তা করে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সমুন্নত রাখতে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধমে সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদটি সংযোজন করেন। সংবিধান সমুন্নত রাখা ও জাতিসংঘের এসডিজি অনুসারে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ তথা বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরী।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার একটি চূড়ান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে এবং বায়ুদূষণ রোধকল্পে প্রণীত পুস্তিকাটিতে বর্ণিত বায়ু দূষণের বিভিন্ন উৎস হ্রাস ও বন্ধে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কার্যকর ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা প্রকাশ করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

হাবিবুন নাহার
(হাবিবুন নাহার, এমপি)

সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

Secretary
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Govt. of the People's Republic of Bangladesh
Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000

বাণী

সারা বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের পরিবেশগত স্বাস্থ্য ঝুঁকির অন্যতম একটি কারণ হলো বায়ুদূষণ। শুষ্ক মৌসুমে ঢাকাসহ বড় বড় শহরে অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ কার্যক্রম থেকে সৃষ্ট ধূলাবালি ও ভাসমান ধূলাবালি বা বস্তুকণা (Particulate Matter-PM), ইটভাটা সৃষ্ট দূষণ, যানবাহন থেকে সৃষ্ট কালো ধোঁয়া, পৌরবর্জ্য পোড়ানো ইত্যাদির কারণে বায়ুদূষণের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায়, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

সরকার ইট নির্মাণ কার্যক্রমকে পরিবেশসম্মতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ইটভাটাসমূহকে জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বায়ুদূষণ হ্রাস এবং মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের লক্ষ্যে "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)-এর আলোকে সনাতন প্রযুক্তির বায়ুদূষণকারী ইটভাটার কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বন্ধ করার অংশ হিসেবে সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে ইটের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ব্লকের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণ সৃষ্টিকারী অবৈধ ইটভাটা, নির্মাণ কার্যক্রমের অব্যবস্থাপনা, দূষণ সৃষ্টিকারী যানবাহন, কঠিন বর্জ্যের দূষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

বায়ুদূষণের উৎস ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। পরিকল্পিতভাবে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও রোধে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও ভূমিকা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এটি বিবেচনা করে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ ২০১৯ সালে ঢাকা শহরের চারপাশের বায়ুদূষণের কারণ খুঁজে বের করা এবং বায়ুদূষণ রোধ ও হ্রাস করার জন্য করণীয় নির্ধারণে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন এবং একটি চূড়ান্ত নির্দেশিকা (Guideline) প্রণয়ন এবং উক্ত নির্দেশিকা মোতাবেক গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করেছে।

মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থার সমন্বয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের করণীয় বিষয়ে চূড়ান্ত নির্দেশিকা (Guideline) প্রণয়ন করা হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা এবং বায়ুদূষণমুক্ত নগরী গড়ে তুলতে প্রণীত পুস্তিকাটিতে বর্ণিত বায়ূদূষণের বিভিন্ন উৎস হ্রাস ও বন্ধে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কার্যকর ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদী।

জিয়াউল হাসান এনডিসি

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Director General
Department of Environment
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

বাণী

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে নগরায়ন ও শিল্পায়নের হার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অনুসঙ্গ হিসাবে পরিবেশ দূষণ বিশেষ করে বায়ুদূষণের মাত্রাও বেড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৯১ ভাগ মানুষ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মানমাত্রার নির্মল বায়ু সেবন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া প্রতিবছর বায়ুদূষণের জন্য বিশ্ব অর্থনীতির প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হচ্ছে।

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে পলিমাটি দ্বারা গঠিত একটি বদ্বীপ। ভূপৃষ্ঠের পলিমাটি অতি সহজেই বায়ুতে ধূলা আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা ও ঢাকা শহরের বাহিরে অধিকাংশ স্থান অনাবৃত থাকায় শুষ্ক মৌসুমে অনাবৃত স্থান হতে ধূলিকণা বাতাসের মাধ্যমে চারদিকে ছড়িয়ে বায়ুদূষণ সৃষ্টি করে এবং রাস্তার পাশের ক্ষতিগ্রস্ত এবং অনাবৃত স্থানের কাদা মাটি থেকে প্রচুর ধূলা-বালির সৃষ্টি হয় এবং বর্জ্য, মাটি, বালি ও নির্মাণসামগ্রী বহনকারী যানবাহন থেকে রাস্তায় প্রচুর বালি ও মাটি ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে সমগ্র রাস্তা ধূলিময় হয়ে পড়ে। শীত মৌসুমে বৃষ্টিপাত কম থাকার কারণে কুয়াশার সাথে বাতাসে ভাসমান ধূলাবালি মিশে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি নেমে আসে এবং বাতাসের মানের অবনতি ঘটায়।

বায়ুর গুণগতমান পরিমাপকৃত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায়, আবহাওয়াগত কারণে বিভিন্ন মৌসুমে বায়ুদূষণের মাত্রায় অনেক তারতম্য ঘটে। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে উত্তর পশ্চিম কোণ হতে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার কারণে দেশে কম বৃষ্টিপাত হয় এবং এসময় বাতাসের গতিবেগও অনেক কম থাকে। সে কারণে দেশের বড় বড় শহরগুলোতে এসময় বায়ুদূষণের (বস্তুকণা- Particulate matter-PM) মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য বায়ুদূষকসমূহ যেমন; ওজোন, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড মানমাত্রার মধ্যে থাকে। বর্ষাকালে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত বায়ুর গুণগত মান উন্নয়নে সাহায্য করে। ফলে এ সময় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যে থাকে এবং শুষ্ক মৌসুমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পারিপার্শ্বিক বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রম করে। সনাতন পদ্ধতির ইটভাটা, পুরাতন ও জরা-জীর্ণ আনফিট যানবাহন, শিল্প-কারখানা এবং বিভিন্ন অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে দেশে বায়ুদূষণ বাড়ছে। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ এবং এ নির্দেশিকার আলোকে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে অবৈধ ইটভাটা, টায়ার পোড়ানো কারখানা ও ব্যাটারি রিসাইক্লিং কারখানাসহ যানবাহনের ক্ষতিকর ধোঁয়ার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ঢাকা শহরের বায়ুদূষণের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ৯১৬/২০১৯ নং রীট মামলার ২৬/১১/২০১৯ তারিখের আদেশ অনুযায়ী ঢাকাসহ আশেপাশের বায়ুদূষণের কারণ খুঁজে বের করা এবং বায়ুদূষণ রোধ ও হ্রাস করার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকাটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে এটি পরিপূরকভাবে প্রতিপালনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করি সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে এ নির্দেশিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(মো: আশরাফ উদ্দিন)
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

ভূমিকা

নগরায়ন ও শিল্পায়নের সাথে সাথে উন্নয়নশীল দেশসমূহে পরিবেশ দূষণের মাত্রাও বেড়েছে অনেক। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বায়ুদূষণ প্রকট আকার ধারণ করছে। দেশের অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম, সনাতন পদ্ধতির ইটভাটা পরিচালনা, শিল্প কারখানার উন্মুক্ত নিঃসরণ ও যানবাহনের ক্ষতিকর কালো ধোঁয়া, কঠিন বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা ও বায়োমাস পোড়ানো, ইত্যাদি বায়ুদূষণের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত। এছাড়াও আন্তঃসীমান্ত (Trans boundary) দূষণ দেশের বায়ুদূষণের মাত্রাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করার নিমিত্ত ঢাকায় ৪টি, চট্টগ্রামে ২টিসহ অন্যান্য বিভাগীয় ও শিল্পঘন জেলা শহরে মোট ১৬টি স্থায়ী Continuous Air Monitoring Station-CAMS এবং ১৫টি স্থানান্তরযোগ্য Compact-CAMS স্থাপন করা হয়েছে। এই সকল স্টেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন শহরে সার্বক্ষণিকভাবে বায়ুদূষণের উপাদানসমূহের (বস্তুকণা, ওজোন, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি) মাত্রা পরিমাপ করা হচ্ছে। বর্তমানে সারাদেশের স্থায়ী সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুমান সূচক Air Quality Index (AQI) পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে।

বায়ুর গুণগত মান পরিমাপকৃত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায়, আবহাওয়াগত কারণে বিভিন্ন মৌসুমে বায়ুদূষণের মাত্রা অনেক তারতম্য ঘটে। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে উত্তর পশ্চিম কোণ হতে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার কারণে দেশে কম বৃষ্টিপাত হয় এবং এসময় বাতাসের গতিবেগও অনেক কম থাকে। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় ও বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত বেশি হওয়ায় বায়ুর গুণগত মান ভালো থাকে অর্থাৎ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যে থাকে এবং শুষ্ক মৌসুমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পারিপার্শ্বিক বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রম করে, যা কোনো কোনো সময় নির্ধারিত মানমাত্রার কয়েকগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২০ সালে $PM_{2.5}$ এর বাৎসরিক গড় ১০২.০৭ $\mu g/m^3$ পাওয়া গিয়েছে, যেখানে সরকার কর্তৃক পারিপার্শ্বিক $PM_{2.5}$ এর বাৎসরিক গড় মানমাত্রা ১৫ $\mu g/m^3$ নির্ধারিত। এ দূষণের ফলে মানবস্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঢাকার বায়ুদূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ৯১৬/২০১৯ নং রীট মামলার ২৬/১১/২০১৯ তারিখের আদেশ অনুযায়ী ঢাকাসহ আশেপাশের বায়ুদূষণের কারণ খুঁজে বের করা এবং বায়ু দূষণ রোধ ও হ্রাস করার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি কর্তৃক একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বায়ুদূষণের উৎস ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির উপর বহুবিধ অংশীজন জড়িত। সেজন্য সকল অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত এ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। মানবস্বাস্থ্য, আর্থিক ও পরিবেশের ক্ষতি রোধকল্পে এ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি বেসরকারি সকল অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণ কাম্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শাখা-১
www.moef.gov.bd

স্মারক নং- ২২.০০.০০০০.০৭৫.৯৯.০১৯.১৮-৪২৮

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১০ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রি:

বিষয়: ৯১৬/২০১৯ নং রীট মামলার ২৬/১১/২০১৯ তারিখের আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি।

মহমান্য হাইকোর্টের ৯১৬/২০১৯ নং রীট মামলায় ২৬/১১/২০১৯ তারিখের আদেশ ঢাকা শহরের চারপাশে বায়ু দূষণের কারণ খুঁজে বের করা এবং বায়ু দূষণ রোধ ও হ্রাস করার লক্ষ্যে নির্দেশিকা (গাইড লাইন) প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে জরুরি ভিত্তিতে উপযুক্ত ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উক্ত আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে নিম্নরূপ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি নির্দেশক্রমে গঠন করা হল:

১.	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২.	জননিরাপত্তা বিভাগ এর প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার)	সদস্য
৩.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার)	সদস্য
৪.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার)	সদস্য
৫.	স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার)	সদস্য
৬.	বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার)	সদস্য
৭.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
৯.	চেয়ারম্যান/পরিচালক পদ মর্যাদার একজন প্রতিনিধি (বিআরটিএ)	সদস্য
১০.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
১১.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
১২.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা	সদস্য
১৩.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক/নির্বাহী পরিচালক পদ মর্যাদার একজন প্রতিনিধি, ডেসকো	সদস্য
১৪.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক/নির্বাহী পরিচালক পদ মর্যাদার একজন প্রতিনিধি, ডিপিডিসি	সদস্য
১৫.	বায়ু দূষণ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ, বুয়েট	সদস্য
১৬.	অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি-

১। ঢাকা শহরের চারপাশে বায়ু দূষণের কারণ অনুসন্ধান এবং বায়ুদূষণ রোধ ও হ্রাস করার লক্ষ্যে নির্দেশিকা (গাইড লাইন) প্রণয়ন করা;

২। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

সংযুক্তি: মহামান্য হাইকোর্টের ২৬/১১/১৯ তারিখের আদেশ।

স্বাক্ষরিত
১০/১২/২০১৯
(আফরোজা বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং-৯৫৪৫২৫৩

ঢাকা শহরের চারপাশের বায়ুদূষণের কারণ খুঁজে বের করা এবং বায়ুদূষণ রোধ ও হ্রাস করার জন্য করণীয় সম্পর্কিত চূড়ান্ত নির্দেশিকা নিম্নরূপঃ

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বায়ু দূষণের উৎস/কারণ</th><th>করণীয়</th><th>বাস্তবায়নকারী দপ্তর/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>ইটভাটা</td><td>ক) “ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধন ২০১৯)” সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবৈধ ইটভাটাসমূহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা;

খ) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২৪/১১/২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে ভবনের দেয়াল ও সীমানা প্রাচীর, হেরিংবোন বন্ড রাস্তা এবং গ্রাম সড়ক টাইপ-‘বি’ এর ক্ষেত্রে ইটের বিকল্প হিসাবে নিম্নলিখিত হারে ব্লক ব্যবহার নিশ্চিত করা:
<table><tr><th>অর্থবছর</th><th>লক্ষমাত্রা</th></tr><tr><td>২০১৯-২০২০</td><td>১০%</td></tr><tr><td>২০২০-২০২১</td><td>২০%</td></tr><tr><td>২০২১-২০২২</td><td>৩০%</td></tr><tr><td>২০২২-২ ০২৩</td><td>৬০%</td></tr><tr><td>২০২৩-২০২৪</td><td>৮০%</td></tr><tr><td>২০২৪-২০২৫</td><td>১০০%</td></tr></table>
গ) অবৈধ ইটভাটা বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা;

ঘ) সরকারের গেজেট প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সরকারি নির্মাণ কাজে ব্লক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ সংশ্লিষ্টদের দরপত্র সিডিউলে বাধ্যতামূলক ব্লক ব্যবহার সংক্রান্ত শর্ত এবং ব্লক ব্যবহারের হার সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা;</td><td>১) অর্থ বিভাগ
২) জাতীয় রাজস্ববোর্ড
৩) পরিবেশ অধিদপ্তর
৪) বাংলাদেশ পুলিশ
৫) জেলা প্রশাসন
৬) সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থা
৭) গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৮) স্থানীয় সরকার বিভাগ
৯) শিল্প মন্ত্রণালয়
১০) মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস</td></tr>
</table>

ক্রমিক নং	বায়ু দূষণের উৎস/কারণ	করণীয়	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
		ঙ) পরবর্তীতে সকল বেসরকারি নির্মাণ কাজে ব্লক ব্যবহারের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা; চ) পরিবেশবান্ধব ব্লক প্রস্তুতে প্রণোদনা নিশ্চিত করা; ছ) বিকল্প ইটের ব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি করা; জ) ব্লক ব্যবহারের বাধ্যতামূলক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রতি চারমাস অন্তর অন্তর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা;	
২.	রাস্তা নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত কার্যক্রম	ক) ধূলাবালি বাতাসের সঙ্গে যেন মিশে না যায় সে জন্য নির্মাণস্থানে যথাযথ অস্থায়ী ছাউনি/বেষ্টনী দেয়া; খ) বেষ্টনীর ভেতর ও বাহিরে নির্মাণ সামগ্রী (মাটি, বালি, রড, সিমেন্ট ইত্যাদি) যথাযথভাবে আবৃত করে রাখা/ঢেকে রাখা এবং বেষ্টনীর উভয়পাশ ধূলাবালিমুক্ত রাখার জন্য দিনে কমপক্ষে দুইবার স্প্রে করে পানি ছিটানো; গ) প্রত্যেক প্রকল্পের ডিপিপিতে নির্মাণ সাইটে পানি ছিটানোর বিধান রাখা; ঘ) নির্মাণাধীন রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ রেখে বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করা এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে খোঁড়া/ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত করা;	১) স্থানীয় সরকার বিভাগ ২) সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ ও উত্তর) ৩) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ৪) গণপূর্ত অধিদপ্তর ৫) সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান।

ক্রমিক নং	বায়ু দূষণের উৎস/কারণ	করণীয়	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
		ঙ) নির্মাণ সামগ্রী (মাটি, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি) সম্পূর্ণ ঢেকে/আবৃত করে পরিবহন করা; চ) উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য রাস্তা খোঁড়া খুঁড়ির বিষয়ে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত সময়ে তা বাস্তবায়ন করবে। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে না পারলে সিটি কর্পোরেশন জরিমানা আরোপ করতে পারবে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে। ভবন ও রাস্তাঘাট নির্মাণের ক্ষেত্রে দরপত্রে "Environmental Pay System" চালু করতে হবে; ছ) রাস্তা নির্মাণ/মেরামতের সময় উন্মুক্ত অবস্থায় বিটুমিন পোড়ানো এবং রাস্তায় বিটুমিন ব্যবহারের পর তার উপর বালি ছিটিয়ে না দিয়ে বিদেশে ব্যবহৃত উন্নত প্রযুক্তি যথা Mini Asphalt Plant স্থাপন করতে হবে; জ) রাস্তার মাঝখানে ডিভাইডারের মাটি কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি নিচে রেখে ঘাস দিয়ে আবৃত করা; ঝ) ভাঙ্গা/ক্ষতিগ্রস্ত ফুটপাথ, আইল্যান্ড, মেডিয়ান ও রাস্তা দ্রুত মেরামত করা; ঞ) রাস্তার পার্শ্ববর্তী অনাবৃত স্থানসমূহ কংক্রিট কভার অথবা ঘাস লাগিয়ে আবৃত করা।	

ক্রমিক নং	বায়ু দূষণের উৎস/কারণ	করণীয়	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
৩.	ইউটিলিটি সার্ভিস সমূহ নির্মাণ বা স্থাপন/পুনঃনির্মাণ বা মেরামত কার্যক্রমের জন্য রাস্তা ও ফুটপাত খোঁড়া খুঁড়ি	ক) বিভিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিস যেমন-টেলিফোন, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট, গ্যাস, পানি সরবরাহ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট নির্মাণ বা মেরামত কার্যক্রমের জন্য রাস্তা ও ফুটপাত খোঁড়া খুঁড়ির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর ও সংস্থাসমূহ (যেমন- সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, ডেসকো, ডিপিডিসি, তিতাস, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর) পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দ্রুত বাস্তবায়ন করবে। এক্ষেত্রে সিটি করপোরেশন মূল সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করবে। সম্ভব হলে Common Utility Duct স্থাপন করা যেতে পারে; খ) নির্মাণ স্থানে যথাযথ অস্থায়ী বেষ্টনী দেওয়া, বেষ্টনীর ভেতর ও বাহিরে নির্মাণ সামগ্রী (মাটি, বালি, রড, সিমেন্ট ইত্যাদি) যথাযথভাবে আবৃত করে রাখা এবং বেষ্টনীর উভয়পাশ ধূলাবালিমুক্ত রাখার জন্য দিনে কম পক্ষে দুই বার স্প্রে করে পানি ছিটাতে হবে; গ) দ্রুততম সময়ের মধ্যে খোঁড়া/ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত করা; ঘ) নির্মাণ সামগ্রী (মাটি, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি) সম্পূর্ণ ঢেকে পরিবহন করা; ঙ) যে সকল সুয়ারেজ লাইন বড় সেখানে মাইক্রো টানেলিং এর মাধ্যমে কাজ করতে হবে; চ) উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য রাস্তা খোঁড়া খুড়ির বিষয়ে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে না পারলে সিটি কর্পোরেশন জরিমানা আরোপ করতে পারবে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে।	১) স্থানীয় সরকার বিভাগ ২) সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ ও উত্তর) ৩) ডেসকো ৪) ডিপিডিসি ৫) তিতাস ৬) ওয়াসা ৭) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ৮) সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান।

ক্রমিক নং	বায়ু দূষণের উৎস/কারণ	করণীয়	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
		জ) সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি সার্ভিসের জন্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সার্ভিস চার্জ না নিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে মেরামতের দায়িত্ব দেয়া যায়।	
৪.	বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের (এলিভেটেড এক্সপ্রেস হাইওয়ে, মেট্রোরেল) কার্যক্রম।	ক) নির্মাণ স্থানে যথাযথ অস্থায়ী বেষ্টনী দেয়া; খ) বেষ্টনীর ভেতর ও বাহিরে নির্মাণ সামগ্রী (মাটি, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি) যথাযথভাবে আবৃত করে রাখা এবং বেষ্টনীর উভয় পাশ ধূলাবালিমূক্ত রাখার জন্য দিনে কমপক্ষে দুইবার স্প্রে করে পানি ছিটানো; গ) নির্মাণাধীন রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ রেখে যথা সম্ভব বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করা; ঘ) টেন্ডারের শর্ত মোতাবেক দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজ শেষ করা; ঙ) প্রকল্পের নির্মাণ সামগ্রী (মাটি, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি) সম্পূর্ণ ঢেকে পরিবহন করা।	১) স্থানীয় সরকার বিভাগ ২) সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ ও উত্তর) ৩) গণপূর্ত অধিদপ্তর ৪) মেট্রোরেল প্রকল্প ৫) এলিভেটেড এক্সপ্রেস হাইওয়ে প্রকল্প এবং ৬) সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান।
৫.	সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বহুতল ভবনসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ	ক) নির্মাণ স্থানে যথাযথ অস্থায়ী বেষ্টনী দেয়া; খ) বেষ্টনীর ভেতর ও বাহিরে নির্মাণ সামগ্রী (মাটি, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি) যথাযথ ভাবে আবৃত করে রাখা এবং বেষ্টনীর উভয় পাশ ধূলাবালি মূক্ত রাখার জন্য দিনে কম পক্ষে দুইবার স্প্রে করে পানি ছিটানো; গ) নির্মাণাধীন ভবনের সামনে উন্মুক্ত অবস্থায় নির্মাণ সামগ্রী না রাখা; ঘ) নির্মাণ সামগ্রী (মাটি, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি) সম্পূর্ণ ঢেকে পরিবহন করা; ঙ) সকল টেন্ডার ডকুমেন্টে বায়ু দুষণরোধে শর্তারোপ করতে হবে; চ) রাজউক ভবনের নকশা অনুমোদনের সময় বায়ুদূষণ রোধে শর্তারোপ করতে পারে।	১) রাজউক ২) সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ ও উত্তর) ৩) গণপূর্ত অধিদপ্তর ৪) জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ৫) রিহ্যাব এবং ৬) অন্যান্য সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান।

ক্রমিক নং	বায়ু দূষণের উৎস/কারণ	করণীয়	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
৬.	সড়ক অথবা মহাসড়কের পাশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বালি উত্তোলন ও সংগ্রহ, ট্রাক ও লরিতে উন্মুক্ত অবস্থায় বালি, মাটি, সিমেন্ট ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী পরিবহন	ক) ঢাকা শহরের বালি, মাটি, ময়লা, বর্জ্য ইত্যাদি পরিবহনকারী সকল ট্রাক ও লরী সম্পূর্ণ ঢেকে পরিবহন করার বিষয়টি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ নিশ্চিত করবে; খ) সড়ক অথবা মহাসড়ক হতে শহরে প্রবেশের পূর্বে গাড়ির চাকা পরিষ্কার করে ঢুকতে হবে। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে পত্রজারি করতে হবে। গ) সড়ক অথবা মহাসড়কের পাশে (ঢাকার বেড়ি বাঁধ এলাকা) বালি উত্তোলন ও সংগ্রহ, ট্রাক বা লরীতে বালি, মাটি, সিমেন্ট ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী উন্মুক্ত অবস্থায় পরিবহনের মাধ্যমে বায়ু দূষণ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।	১) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ঢাকা মেট্রো পলিটন পুলিশ ২) স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩) সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ ৪) সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ ও উত্তর) ৫) বাংলাদেশ পুলিশ ৬) বিআরটিএ ও ৭) ট্রাক-লরি মালিক সমিতি।
৭.	রাস্তায় গৃহস্থালি ও পৌর বর্জ্য স্তূপাকারে রাখা এবং বর্জ্য পোড়ানো	ক) রাস্তা, সড়ক বা মহাসড়কের পাশে সকল ধরণের বর্জ্য সংরক্ষণ ও পোড়ানো বন্ধ করতে হবে; খ) পৌরবর্জ্য এবং গৃহস্থালি বর্জ্য কখনও খোলা অবস্থায় রাখা যাবে না। বাড়ির আশপাশ বাড়ির মালিক নিজে পরিষ্কার করবে। বাড়ির আশপাশে ময়লা থাকলে জরিমানা আরোপ করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন এক্ষেত্রে প্রণোদনা ও শাস্তি এবং ট্যাক্স রিবেট দিতে পারে; গ) নালা/নর্দমার বর্জ্য/ময়লা শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে অপসারণ করতে হবে।	১) স্থানীয় সরকার বিভাগ ২) সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ। ৩) সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ ও উত্তর)
৮.	রাস্তার পার্শ্ববর্তী নর্দমা থেকে ময়লা আবর্জনা তুলে রাস্তায় ফেলে রাখা	ক) রাস্তার পার্শ্ববর্তী ড্রেন বা নর্দমা হতে ময়লা/বর্জ্য উত্তোলন করে দীর্ঘ সময় ফেলে না রেখে কাভার্ড ট্রাক/ভ্যানে দ্রুত নিদিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া এবং পৌর বর্জ্য ঢেকে পরিবহন করা;	১) স্থানীয় সরকার বিভাগ ২) সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ ও উত্তর)।

ক্রমিক নং	বায়ু দূষণের উৎস/কারণ	করণীয়	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
৯.	হাতে ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিস্কারের মাধ্যমে ধূলা বালি ছড়ানো	ক) হাতে ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিস্কারের পরিবর্তে ভেকুয়াম সুইপিং ট্রাক ব্যবহার করা।	১) স্থানীয় সরকার বিভাগ ২) সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ ও উত্তর)।
১০.	বিভিন্ন সড়কের পাশে ব্যাপক অনাবৃত স্থান থাকা	ক) বিভিন্ন সড়কের পাশে ব্যাপক অনাবৃত স্থান কংক্রিট কার্পেটিং অথবা ঘাস লাগিয়ে আবৃত করা।	১) সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ ২) স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩) সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ ও উত্তর)।
১১.	ফুটপাথ ও রাস্তার ডিভাইডার আইল্যান্ডের মাঝখানে ভাংগা/ ক্ষতিগ্রস্ত ফাঁকা স্থানের মাটি ও ধুলা-বালি	ক) ফুটপাথ ও রাস্তার ডিভাইডার আইল্যান্ডের ভাংঙ্গা/ক্ষতিগ্রস্ত ফাঁকা স্থান কংক্রিট ব্লক/টাইলস দিয়ে বন্ধ করা।	১) সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ ২) স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩) সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ ও উত্তর)।
১২.	তীব্র যানজট এবং ফিটনেস সার্টিফিকেট বিহীন যানবাহন কর্তৃক ক্ষতিকর ধোঁয়া নিঃসরণ করা	ক) সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর ৩৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যেসব গাড়ির Economic Life অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে বিআরটিএ কর্তৃক যেসব গাড়িকে রাস্তায় চলাচলের অনুপযুক্ত বা আনফিট ঘোষণা করা হয়েছে সে সকল যানবাহন বিআরটিএ ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক দ্রুত রাস্তা থেকে প্রত্যাহার করতে হবে; খ) বিআরটিএ হতে Emission Test এর মাধ্যমে প্রতিটি গাড়ি হতে নির্গত কালো ধোঁয়ার পরিমাণ পরীক্ষা করতে হবে। ক্ষতিকর ধোঁয়া নিঃসরণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা;	১)স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ২) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৩) বিআরটিএ। ৪) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৫) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৬) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ৭) সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ ও উত্তর) ৮) পরিবেশ অধিদপ্তর ৯) জেলা প্রশাসন ১০) ঢাকা ওয়াসা

ক্রমিক নং	বায়ু দূষণের উৎস/কারণ	করণীয়	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
		গ) যানবাহনের দূষণ নিয়ন্ত্রণে নিঃসরণ মাত্রা পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান, অধিক পুরাতন এবং তুলনামূলক বেশি নিঃসরণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে নিঃসরণকর আরোপ করা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে গাড়ির Economic Life যাচাইয়ের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে। ইতোমধ্যে বিআরটিএ কর্তৃক যে সব গাড়িকে রাস্তায় চলাচলের অনুপযোগী ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলোর তালিকা তৈরি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; ঘ) যানজট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া। যানজট নিয়ন্ত্রণে সিগন্যাল অটোমেশন চালু করতে হবে; ঙ) যানজট ও ধূলিদূষণ প্রবণ স্থানসমূহ চিহ্নিত করে স্থায়ীভাবে পানি ছিটানোর যান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; চ) ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা ও গণপরিবহন বৃদ্ধি করা; ছ) পরিবেশবান্ধব (হাইব্রিড/ইলেকট্রিক) গাড়ি আমদানি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রণোদনা প্রদান; জ) ইউরো-৩ ও ইউরো-৪ মডেল ইঞ্জিন চালিত মটর গাড়ি প্রচলন এবং জ্বালানি নিশ্চিত করা।	

ক্রমিক নং	বায়ু দূষণের উৎস/কারণ	করণীয়	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
১৩.	বিভিন্ন যানবাহনের চাকার সাথে যুক্ত কাদা-মাটি রাস্তার ছড়ানো	ক) শহরের প্রবেশের পূর্বে যানবাহনের চাকার কাদামাটি পরিষ্কার করে নিতে হবে। বিআরটিএ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতিকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য পত্র প্রেরণ করবে; খ) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ভারী যানবাহনের চাকা কাদামুক্ত করে রাস্তায় বের করতে হবে।	১) স্থানীয় সরকার বিভাগ ২) সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ ৩) গণপূর্ত অধিদপ্তর ৪) জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ৫) সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ ও উত্তর) ৬) বাংলাদেশ পুলিশ ৭) বিআরটিএ ৮) রাজউক ৯) মেট্রোরেল প্রকল্প ও এলিভেটেড এক্সপ্রেস হাইওয়ে প্রকল্প ১০) রিহ্যাব এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ১১) ট্রাক-লরি মালিক সমিতি।
১৪.	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সরকারি আবাসিক কলোনীর ময়লা আবর্জনা পোড়ানো	ক) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ময়লা ও বর্জ্য রাস্তায় ফেলা বন্ধ করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে বায়ুদূষণের বিষয়ে গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য নির্দেশনা দেয়া; খ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সরকারি কোয়ার্টারের অভ্যন্তরে ময়লা আর্বজনা পোড়ানো বন্ধ করা;	১) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ২) কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ৩) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪) গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
১৫.	বিভিন্ন মার্কেট, শপিংমল এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ময়লা, আবর্জনা এবং ধূলাবালি রাস্তায় ফেলে দেয়া	ক) বিভিন্ন মার্কেট, শপিংমল এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট ময়লা, আবর্জনা এবং ধূলাবালি রাস্তায় না ফেলে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিষ্কার করে নির্ধারিত স্থানে ফেলা;	১) সিটি কর্পোরেশন ২) সংশ্লিষ্ট মার্কেট, শপিংমল এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান

ক্রমিক নং	বায়ু দূষণের উৎস/কারণ	করণীয়	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
১৬.	ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ প্রবণ এলাকার রাস্তার ধূলাবালি	ক) ঢাকা শহরের রাস্তার ধূলাবালি নিয়ন্ত্রণে বায়ুদূষণ প্রবণ (Hot spot) এলাকায় রাস্তার পাশে Dust Sucker এবং স্থায়ী পানির ফোয়ারা (High Speed water sprinkler) সিটি কর্পোরেশন ও বড় বড় প্রকল্প কর্তৃক স্থাপন করতে হবে।	১) সিটি কর্পোরেশন ২) ঢাকা শহরের বাস্তবায়নাধীন বড় বড় প্রকল্প
১৭.	হাসপাতালের বর্জ্য রাস্তায় রাখা	ক) হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে; খ) হাসপাতালের বর্জ্য রাস্তায় রাখা যাবে না; গ) চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।	১) স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ২) সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ ও উত্তর) ৩) পরিবেশ অধিদপ্তর
১৮.	ইটভাটায় অধিক সালফারযুক্ত কয়লার ব্যবহার করা	ক) উচ্চ সালফারযুক্ত কয়লা আমদানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা।	১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২) শিল্প মন্ত্রণালয় ৩) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪) পরিবেশ অধিদপ্তর।
১৯.	অধিক সালফারযুক্ত ডিজেল ব্যবহার করা	ক) কম সালফারযুক্ত (৫০পিপিএম) ডিজেল আমদানি ও ব্যবহার নিশ্চিত করা।	১) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ২) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ৩) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৪) শিল্প মন্ত্রণালয় ৫) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৬) পরিবেশ অধিদপ্তর।
২০.	জনসচেতনতার অভাব	ক) বায়ুদূষণের উৎস, প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সকল পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি করা।	১) স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ২) তথ্য মন্ত্রণালয় ৩) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

ক্রমিক নং	বায়ু দূষণের উৎস/কারণ	করণীয়	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
			৪) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৫) সিটি কর্পোরেশন ৬) পরিবেশ অধিদপ্তর ৭) সকল ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া
২১.	মনিটরিং টীম/ ভিজিল্যান্স টীম গঠন	ক) প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নির্মাণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও পরিবেশ সম্মতভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য মন্ত্রণালয় ভিত্তিক তদারকি বা মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে। এছাড়া সার্বিকভাবে উচ্চ পর্যায়ের কমিটির নির্দেশিকা বাস্তবায়ন তদারকির জন্য সাব-কমিটি কাজ করবে। এ ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজে ব্লকের ব্যবহারের বিষয়ে নির্ধারিত ছকে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের রিপোর্ট নিতে হবে। উক্ত মনিটরিং টীম/ ভিজিল্যান্স টীম ঠিকাদারের রিপোর্টসমূহ নিয়মিত যাচাই-বাছাই করে দেখবেন।	১) পরিবেশ অধিদপ্তর ২) বাংলাদেশ পুলিশ ৩) ঢাকা মেট্রো পলিটন পুলিশ ৪) সিটি কর্পোরেশন ৫) জেলা প্রশাসন ৬) গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৭) বিআরটিএ ৮) স্থানীয় সরকার বিভাগ ৯) শিল্প মন্ত্রণালয় ১০) মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস
২২.	সিভিল সোসাইটিকে অন্তর্ভুক্তকরণ	ক) বায়ুদূষণরোধকল্পে প্রস্তাবিত মনিটরিং টীম/ভিজিল্যান্স টীমে সিভিল সোসাইটিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ফেইসবুক গ্রুপ/হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করে জনগণের মূল্যবান মতামত/মন্তব্য প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।	১) পরিবেশ অধিদপ্তর ২) বাংলাদেশ পুলিশ ৩) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ৪) সিটি কর্পোরেশন ৫) জেলা প্রশাসন ৬) গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৭) বিআরটিএ ৮) স্থানীয় সরকার বিভাগ ৯) শিল্প মন্ত্রণালয় ১০) মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শাখা-১
www.moef.gov.bd

স্মারক নং- ২২.০০.০০০০.০৭৫.৯৯.০১৯.১৮-১৩৯

তারিখ: ১৮ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৩ নভেম্বর, ২০২০ খ্রি:

বিষয়: মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ রোধ ও হ্রাস করার জন্য প্রণীত নির্দেশিকাটি (Guideline) বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি কর্তৃক গত ০৩/০২/২০২০ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ রোধ ও হ্রাস করার জন্য প্রণীত নির্দেশিকা চূড়ান্তকরণ করা হয় (সংযুক্ত)। উক্ত নির্দেশিকা মোতাবেক বায়ুদূষণ রোধে গৃহীত পদক্ষেপ এবং এটি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোনো মতামত থাকলে তা আগামী ১৬/১১/২০২০ তারিখের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(আসমা শাহীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং-৯৫৪৫২৫৩

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৩। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯৯, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৭। উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (দৃঃ আঃ ড. তানভীর আহমেদ, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), ঢাকা।
১০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
১১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।
১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো) {দৃঃ আঃ জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), ডেসকো, ঢাকা}।
১৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) {দৃঃ আঃ জনাব এস এম শহীদুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, ডিপিডিসি, ঢাকা}।

অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল)

১। যুগ্মসচিব (পদূনি অধিশাখা), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
২। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শাখা-১
www.moef.gov.bd

স্মারক নং- ২২.০০.০০০০.০৭৫.৯৯.০১৯.১৮-১৪০

তারিখ: ১৮ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৩ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ

বিষয়: মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ রোধ ও হ্রাস করার জন্য প্রণীত নির্দেশিকাটি (Guideline) বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ অনুযায়ী ঢাকা শহরের চারপাশে বায়ুদূষণের কারণ খুঁজে বের করা এবং বায়ু দূষণ রোধ ও হ্রাস করার জন্য নির্দেশিকা (Guideline) চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির একটি সভা গত ০৩/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় খসড়া নির্দেশিকাটি চূড়ান্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষিতে নির্দেশিকাটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, নির্দেশিকাটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(আসমা শাহীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং-৯৫৪৫২৫৩

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা

অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল)

১। যুগ্মসচিব (পদূনি অধিশাখা), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
২। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।